সাবাস বেটা !

জন মার্টিন

কিছু দিন আগে টেলিভিশনে একাডেমী এওয়ার্ডে 'স্লামডগ মিলিয়নিয়ার্স' এর জয় জয়াকার দেখলাম। ছবিটি ভারতীয় নয়। বিদেশী প্রযোজক, নির্দেশক- ভারতীয় প্রেক্ষাপটে ছবিটি বানিয়েছেন। লুফে নিয়েছে ৮টি পুরষ্কার। অন্যের কেমন লেগেছে জানিনা -আমার কিন্তু ভীষন ভাল লেগেছে। সারা দিন পরিচিত জনদের ফোন করে মাথা খারাপ করে ফেলেছি। কেউ কেউ হয়তো আমার উত্তেজনা দেখে মুচকি হেসেছে। কিন্তু আমি আমার ভাল লাগার উত্তেজনা কমাতে পারিনি। আসলে আমি কেন খুশী হয়েছি? এটা বোধ হয় স্বজনপ্রীতি! হ্যা ভাই.. এটা ভাল জিনিষ আর এবং তা যদি আবার আমাদের পরিচিত অঙ্গনের হয় তাহলে ভাল লাগার মাত্রাটি তো আরো বেড়ে যায়। দারিদ্রতাও যে কত শৈল্পিক হতে পারে ঐ পশ্চিমারা তো শুধু দেখেইনি বরং শ্রেষ্ঠ ছবির মর্যাদা দিয়ে তা স্বীকার করলো। আমাদের উচ্ছসিত হবার যথেষ্ঠ কারন আছে।

এই উচ্ছাস যখন তুঙ্গে তখন সিডনীতে শুরু হলো বিশ্বের সবচেয়ে বড় সর্ট ফিল্ম ফেস্টিভেল । নাম ট্রপফেষ্ট। একটু ভূমিকা না দিলে বিষয়টি জমবে না। জন পলসন নামের একজন অষ্ট্রেলিয়ান ফিল্ম ডিরেক্টর ১৯৯৩ সনে সিডনীর ডার্লিংহার্টসের একটি কফির দোকানে সর্ট ফিল্ম প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। ভেবেছিল ১০-১৫ জন বন্ধু বান্ধব এলেই যথেষ্ঠ। জন পলসনকে অবাক করে দিয়ে ঐ 'ট্রপিকানা ক্যাফেতে' কফির কাপে চুমুক দিয়ে সর্ট ফিল্ম দেখতে এলো প্রায় ২০০জন। সেই থেকে শুরু। জন পলসন তো ভীষন খুশী। পরের বছর আবার আয়োজন করলো। এবার ছবির সংখ্যা বেশী এবং সেই সাথে দর্শকও। ফেষ্টিভ্যাল এর নাম দিল 'ট্রপফেষ্ট'। সেই কফির দোকানের নাম ভুলে কি করে! 'ট্রপফেষ্ট' এখন সিডনীর ডোমেনের মাঠে প্রতি বছর হয় এবং এই মেলাটি এখন সিডনীর সবচেয়ে বড় আউটডোর এন্টারটেইনমেন্ট- যেখানে এ বছর প্রায় দেড় লাখ মানুষ খোলা আকাশের নীচে বসে সর্ট ফিল্ম দেখেছে। আর ইন্টারনেটে এর সদস্য সংখ্যা ১ মিলিয়ন ছাড়িয়ে গ্যাছে। ট্রপফেষ্ট এখন প্রথিবীর সবচেয়ে বড় সর্ট ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল। এখানে প্রথম হওয়া মানে ভাগ্য খুলে যাওয়া। সোজা হলিউডে গিয়ে ছবি বানানোর সুযোগ মিলে যায়। নিকোল কিডম্যান, রাসেল ক্রো থেকে শুরু করে আরো অনেক নাম করা অভিনেতা, নির্দেশক এখন ট্রপফেষ্টকে নানা ভাবে সাহায্য করে যাচ্ছে। অষ্ট্রেলিয়ার চিলড্রেন্স টেলিভিশন ফাউন্ডেশনে ২০০৮ সনে ট্রপফেষ্টএর সাথে যোগ করলো ১৫ বছরের নীচে কিশোর কিশোরীদের জন্য সর্টফিল্ম ফেস্টিভ্যাল। অর্থাৎ ১৫ বছরের নীচের ছেলে মেয়েরা নিজেদের জন্য ছবি বানাবে। নাম দিল 'ট্রপফেষ্ট জুনিয়র'। বেশ সাড়া পড়লো। এবার তো সুদূর নিউইর্য়ক থেকেও ছবি এসেছিল এবং এবছর যে সর্ট ফিল্ম টি শ্রেষ্ঠ পুরষ্কার পেয়েছে-তার নাম 'ড্রাই ওয়াটার: দি মেকিং অফ'। হু.....ভাল কথা। এখানে উচ্ছসিত হবার কারন কি? আছে... আছে । কারন তো অবশ্যই আছে। এই ছবিটা তৈরী করেছে ১২ জন ছেলেমেয়ে। তার মধ্যে যে ছেলেটি ছবির স্ক্রিপ্ট লিখেছে তার নাম বর্ণ মোস্তফা । আমাদের বর্ণ। কি এখন কি উচ্ছাস দেখানো যায়? বর্ণ'র লেখা সর্ট ফিল্ম পৃথিবীর এক মাত্র ১৫ বছরের নীচের কিশোরদের সর্ট ফিল্ম প্রতিযোগীতায় প্রথম হয়েছে। কেমন লাগছে? আরেকটু খুলে বলি। বর্ণ স্কুল হলিডের সময় ঐ কোচিং ক্লাস আর স্কুলের বই এর মধ্যে ডুবে না থেকে সিডনীর মেট্রোস্ক্রিন ফিল্ম মেকিং কোর্সে ভর্তি হয়েছিল গত দুই টার্মে। বর্ণর বাবা- গোলাম মোস্তফা এই কাজ টি করেছিলেন। কোর্সগুলো বর্ণ'র বেশ ভাল লেগেছে। তাই ওর বাবা এবার ওকে জিজ্ঞেস না করেই তৃতীয় বারের মত ঐ মেট্রোস্ক্রিনের কিশোরদের ফিল্ম মেকিং কোর্সে আবার ভর্তি করে।

বর্ণ মোস্তফা

ওদের দলে ১২ জন এবং ওদেরকে মেন্টর করার জন্য ৩ জন মেন্টর দেওয়া হয়। বর্ন' রা কাজ শুরু করে। যারা থিয়েটারের সাথে কাজ করে তারা জানে নাটকের স্ক্রিপ্ট কিভাবে লিখে। বর্ণ তো সেই ছোট বেলা থেকেই নাটকের পরিবেশে বেড়ে উঠেছে। অতএব স্ক্রিপ্ট লেখাটাই ওকে বেশী টানলো এবং সবার সাথে কথা বলে গল্পের প্লট সাজিয়ে ফেললো। সাধারনত ঐ রকম

ওয়ার্কশপে হুবুহু স্ক্রিপ্ট ফলো করে ছবি তৈরী হয় না। তার সাথে যুক্ত হয় ইমপ্রোভাইজেশন। ওদের বেলায়ও তাই হলো। কিন্তু গল্পের সূতো ধরে থাকে স্ক্রিপ্ট। তিনদিনে ওরা সুটিং করলো। ডিরেকশান দিল আরেকটি ছেলে এবং তৈরী হলো 'ড্রাই ওয়াটার: দি মেকিং অফ'। নামটা কেমন অদ্ভুত না? ওয়াটার আবার ড্রাই হয় কেমন করে? বর্ণ বললো ওদের গল্পটাও ঐ রকম। সাত মিনিটের ছবিটি- একজন ডিরেক্টর এবং সেই সাথে তার দল বলের কথা বলে। কি ভাবে ডিরেক্টর নিজেকে নয় বরং তার দলের সবাইকে ভুলের জন্য দোষারূপ করে।

এবার বর্ণ'র কিছু কথা বলতে হয়। বর্ণ সহজ ভাষায় বলে, 'আমি ছোট বেলা থেকে বাপিকে নাটক করতে দেখেছি। আপনাদের দেখেছি কিভাবে নাটক লিখে নাটক ডিরেক্ট করেন। মা মনির কবিতা শুনেছি- এই সব কিছু আমাকে ইনফ্লুয়েন্স করেছে।'(বর্ন কথা গুলো ইংরেজীতে বলেছিল।) কথাটা ঠিক। বর্ণর নাটকের হাতে খড়ি আরো ছোট বেলা থেকে। বাবা গোলাম মোস্তফা বাংলাদেশের প্রথম সারির নাটকের দল -ঢাকা পদাতিকের একজন প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। বর্তমানে তার পরিকল্পনায় মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক নাটক কথা'৭১ এখন ঢাকা এবং কোলকাতায় মঞ্চস্থ হচ্ছে। গোলাম মোস্ত ফা এখন ফিল্ম মেকিং এর উপর সিডনী ইউনির্ভাসিটিতে মাস্টার্স করছেন।

বর্ণ সিডনীতে পান্তা বুড়ী, কারিস নো ওয়ারিস, একটি সাধারন গল্প নাটকে কাজ করেছে। ও আমাদের নাটকের দল আলাপনের সদস্য। আলাপনের সবাই ওর জন্য খুশী।

সেদিন সন্ধ্যায় আমরা কজন এক হয়েছিলাম-ওর কথা শোনার জন্য আর সেই সাথে ওর ছবিটিও দেখলাম। ফিল্ম হচ্ছে ডিরেক্টরস মিডিয়া। ডিরেক্টর হচ্ছে সর্বেসর্বা। যেদিন ছবিটি পুরষ্কার পেল বর্ণ তো ভাবতেই পারিনি যে ওর ছবিটি প্রথম হবে। তাই ও ট্রপফেষ্টে না গিয়ে পিজা হাটে কাজ করতে গিয়েছিল। আর মঞ্চে উঠে ছবি আনতে গেল ডিরেক্টর সহ আরো কয়েকজন। বর্ণ খবরটা পরে পেয়েছে। সকল প্রশংসা ঐ ডিরেক্টর পেয়েছে। তাতে কি? বর্ণ তো জানে ঐ ডিরেক্টর কার স্ক্রিপ্টে পুরুষ্কার পেয়েছে। সাবাস বেটা! আমি আবার স্বপ্ন দেখা শুরু করলাম। তোমরাই যে এই দেশের মেইনস্ট্রিমের সাথে দাপটের সাথে কাজ করবে এটা আমি জানি এবং বিশ্বাস করি। বর্ণ'র বয়স মাত্র ১৫ বছর। ভাবুন তো ৫১ বছর বয়সে ও কি কি করতে পারে?

পুনশ্চ:
১.যে সকল বাবা মায়েরা ভাবেন কেবল ছেলে মেয়েরা ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার হবে আর তার জন্য সারা দিন কোচিং আর পড়াশোনা নিয়ে ছেলেমেয়েদর ব্যস্ত রাখেন- বর্ণ'র এই সাফল্য কি তাদের অন্য কিছু ভাবতে উৎসাহিত করবে?

২. বর্ণ'র কাজ বর্ণ করেছে । এবার ওকে উৎসাহিত করার দায়িত্বটি আমাদের। এই লেখাটি যারা পড়বেন তারা কি প্রত্যেকে বর্ণকে শুভেচ্ছা জানাবেন? বাংলা-সিডনী আমাদের সবার হয়ে সেই শুভেচ্ছাগুলো ছাপিয়ে বর্ণকে উপহার দিবে।

জন মার্টিন
অভিনেতা, নির্দেশক, নাট্যকার
probashimartins@gmail.com